S/P

WEST BENGAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PURTA BHAVAN (2ND FLOOR)
BLOCK-DF, SECTOR-I, SALT LAKE,
KOLKATA-700 091
PHONE: 2337-2655, FAX: 2337-9633
E-mail: wbhrc8@bsnl.in

Ref. No. 324/WBHRC/COM/358/15-16 Date: 15.07.15

From : Shri Nirmal Chandra Sarkar,
Assistant Secretary.

To : The Superintendent of Police,
Bankura,
P.O,& Dist. Bankura.

Sub : News item dated 15.07.15 published in "Eai Samay"

Sir,

I am directed to send herewith a copy of the News item dated 15.07.15 published in "Eai Samay", a Bengali daily and to inform you that the West Bengal Human Rights Commission has passed an order directing you to enquire into the matter and submit report within 4(four) weeks.

You are, therefore, requested to submit the report accordingly.

Yours faithfully,
15.7.15
Assistant Secretary.

o/c

সাংবাদিককে কুপিয়ে গ্রেপ্তার তৃণমূলের নেতা

তালড্যাংরার ঘটনায় প্রতিবাদের ঢল

এই সময়, বাঁকুড়া: বিরোধী দলের নেতা-কর্মী থেকে স্কুল-কলেজের শিক্ষক-অধ্যাপক, পুলিশকর্মী-চার বছর ধরে গায়ে হাত তোলার যে সংস্কৃতি লালন করছে শাসকদল, এ বার তার শিকার সাংবাদিক। শাসানি-হুমকি চলছিলই, বিড়ম্বনার খবরের জেরে এ বার রীতিমতো ভোজালি দিয়ে কোপানো হল এক বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিককে। মেরে ভেঙে দেওয়া হল হাত। ঘটনাস্থল বাঁকুড়ার তালড্যাংরা। চাপে পড়ে এ ক্ষেত্রে অবশ্য অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে ৩ সঙ্গী-সহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ঘটনা লঘু করতে চাইলেও ব্লক নেতারা নিন্দার মুখ খুলেছেন।

একটি সমবায় সমিতির ভোটে তৃণমূল-সিপিএমের স্কামেলার খবর করায় তালড্যাংরায় সোমবার রাতে তৃণমূলের এক যুব নেতা তাঁর দলবল নিয়ে স্বপন নিয়োগী নামে এবিপি আনন্দ চ্যানেলের ওই সাংবাদিককে থানার নাকের ডগাতেই বেধড়ক মারধর করেন। তাঁর সারা শরীরে ভোজালির কোপ মারা হয়। হাত ভেঙে দেওয়া হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে রাস্তায় ফেলেই পালায় সৌমেন মাঝি নামে ওই যুব নেতার বাহিনী। শেষে দুই পুলিশকর্মী স্বপনবাবুকে উদ্ধার করে রাত ১২টা নাগাদ বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করান। মঙ্গলবার সেখান থেকে তাঁকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। চ্যানেল কর্তৃপক্ষই তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছেন। বিরোধী দলগুলি এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে। কলকাতা প্রেস ক্লাব ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে দোষীদের চরম শাস্তি দাবি করেছে। তৃণমূলের জেলা নেতারা ঘটনাটিকে গ্রাম্য-বিবাদ বলে লঘু করতে চাইলেও ব্লকের নেতারা সাংবাদিক নিগ্রহের নিন্দা করেছেন। ঘটনার সূত্রপাত রবিবার। তালড্যাংরায় একটি আদিবাসী সমবায় সমিতির নির্বাচন হবে আগামী ৯ অগস্ট। লার্জ সাইজড এগ্রিকালচারাল মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি (সংক্ষেপে ল্যাম্পস) নামে ওই সংস্থায় এখনও সিপিএমের প্রভাব রয়েছে। মোট ৪৪টি আসনে মনোনয়ন তোলা এবং জমা দেওয়ার দিন ছিল যথাক্রমে রবি ও সোমবার। সিপিএমের অভিযোগ, রবিবার মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার সময়ে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের লোকজন তাদের প্রার্থীদের বাধা দেয়। তালড্যাংরাতেও ১৪ মাইলের কাছে সিপিএম প্রার্থীদের একটি বাস আটকায় সৌমেনের দলবল। শুরু হয় দু'তরফে তর্কাতর্কি। পরে তা হাতাহাতিতে বদলে যায়। মার খান সৌমেনও। সেই খবর বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে প্রচারিত হয়। তাতেই রেগে যান সৌমেন।

চিকিৎসার জন্য কলকাতার পথে অ্যাম্বুল্যান্সে এবিপি আনন্দের চিত্রসাংবাদিক স্বপন নিয়োগী — দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এবিপি আনন্দের সাংবাদিক স্বপনবাবুর বাড়ি তালড্যাংরাতেই। সোমবার রাতে অন্য দিনের মতোই তিনি থানার অদূরে একটি চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সৌমেন তার জনা তিনেক সঙ্গীকে নিয়ে আমার কাছে এসে বলে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে খবর করবি? আমার বিরুদ্ধে খবর করবি? এর পরই ওরা ভোজালি বার করে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। মেরে হাত ভেঙে দেয়। ওদের মারমুখী চেহারা দেখে চায়ের দোকানের কেউ ভয়ে এগোননি। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকি। তা শুনে থানা থেকে দুই পুলিশকর্মী ছুটে আসেন। তাঁদের আসতে দেখে সৌমেনরা পালায়।' মঙ্গলবার দুপুরে স্বপনবাবু তালড্যাংরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার পর পুলিশ সৌমেন এবং তাঁর তিন সঙ্গী—গোবিন্দ মাজি, শুভদীপ হাজরা এবং তাপস মাজিকে খুনের চেষ্টার ধারায় গ্রেপ্তার করেছে।

এই ঘটনায় বিরোধী দলগুলি ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিয় পাত্র বলেন, 'ল্যাম্পসের ভোট বানচাল করতে তৃণমূল উঠেপড়ে লেগেছে। ওদের সন্ত্রাস উপেক্ষা করে আমরা ৪৪টির মধ্যে ৩৪টি আসনেই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। তাতেই ওদের রাগ। রবিবারের ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হতেই সৌমেনরা আক্রোশে স্বপনবাবুর উপর হামলা চালিয়েছে।' জেলা কংগ্রেস নেতা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই রাজ্যে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। পুলিশ মার খাচ্ছে, সাংবাদিক মার খাচ্ছেন; অধ্যাপক মার খাচ্ছেন। তৃণমূল তৃণমূলকে মারছে।' বিজেপির রাজ্য সহসভাপতি সুভাষ সরকারের কথায়, 'এই পথই ওদের বিনাশের কারণ হবে।'

যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকের উপর হামলাকে অবশ্য পারিবারিক এবং গ্রাম্য-বিবাদ বলেই চালাতে চেয়েছেন। জেলা পরিষদ সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তীও সৌমেনের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'এটা গ্রাম্য সমস্যা। দলের সম্পর্ক নেই।' এর আগে বাঁকুড়া শহরে একাধিক বার তৃণমূল সমর্থকদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে পুলিশ, সাধারণ নাগরিক। অরূপবাবু তখনও দলের ছেলেদের দোষ দেখেননি। এ ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। তবে ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব সৌমেনকে ঝেড়ে ফেলেছেন। দলের ব্লক সভাপতি সুদিনকুমার ভুঁই বলেন, 'তৃণমূল ল্যাম্পসের ভোটে অংশই নিচ্ছে না। কেন সৌমেনরা সিপিএমকে বাধা দিতে গেল, জানি না। এটা দুঃখজনক এবং সাংবাদিককে মারাও নিন্দনীয়। আমাদের সঙ্গে সৌমেনদের কোনও সম্পর্ক নেই।' তৃণমূলের ব্লক সাধারণ সম্পাদক মনসারাম লায়েক সৌমেনকে দুষ্কৃতী এবং তোলাবাজ বলেও কটাক্ষ করেছেন।